Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে রক্ষা করব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শায়মা সাদিয়া শেফা

রোলঃ ২১৫০০১০১৭

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মেকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে রক্ষা করব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শায়মা সাদিয়া শেফা

রোলঃ ২১৫০০১০১৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “পরবর্তী প্রজন্মেকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে রক্ষা করব” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শায়মা সাদিয়া শেফা, আইডিঃ ২১৫০০১০১৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পরবর্তী প্রজন্মেকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে রক্ষা করব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শায়মা সাদিয়া শেফা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

শায়মা সাদিয়া শেফা

আইডিঃ ২১৫০০১০১৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত	৬
৩.পিতা মাতার কাছে সন্তানের কিছু হক পাওনা	৮
৪.ইসলামে আলোকে সন্তান লালন পালনে মা-বাবার কিছু করণীয়	১১
৫.ডিভাইস থেকে দূরে রাখা	১৭
৬.সর্ববিষয়ে ইসলাম শিক্ষা বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়া	১৯
৭.সন্তান যখন আখেরাতে পুঁজি	২০
৮. পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসিহত	২২

১.ভূমিকা

যেকোনো মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে সন্তান-সন্ততি। সু সন্তান মানব জীবনের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং উত্তম রিজিকের মধ্যে একটি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "সম্পদ ও সন্তানাদি দুনিয়াবী জীবনের সৌন্দর্য " [সূরা কাহাফ, আয়াত;৪৩]।

আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেন সেই এই নেয়ামতের অধিকারী হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যাকে খুশি তিনি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।' (সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ৪৯)

সন্তান-সন্ততি যেমন আমাদের জীবনের মূল্যবান অংশ তেমনি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা, উত্তম তরবিয়াতে বড় করা, আদব- আখলাক শেখানো আমাদের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য। প্রত্যেক বাবা মায়ের উচিত তাদের সন্তানকে তাওহীদ-রিসালাত,শিরক,কুফর,পর্দা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা । কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে অনেক বাবা-মা দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শ্রম দেন, টাকা পয়সা খরচ করেন অথচ আখিরাতের ফায়দার জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করতে চান না।আধুনিকতা নামক বিষাক্ত থাবা বর্তমান প্রজন্মকে বিকৃত করে দিচ্ছে সবদিক দিয়ে। এই কারণে সন্তানের লালন-পালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সুশিক্ষা ও যথাযথ প্রতিপাল এবং নির্দেশনার অভাবে অনেক পরিবার বিপন্ন হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

(সুরা তাগাবুন, আয়াত : ১৫)

আমাদের প্রত্যেকেরই পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতা নামক ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

২.সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু উপহার নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। পরকালে আল্লাহ পিতা-মাতাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন,

'সন্তানকে শিষ্টাচার-ভব্যতা শিক্ষা দাও। কেননা এ বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। তুমি তাকে কতটা শিষ্টাচার শিখিয়েছ এবং তাকে কী শিক্ষা দিয়েছ? আর সে জিজ্ঞাসিত হবে- তোমার প্রতি তার আনুগত্য ও সহযোগিতার বিষয়ে।'

(সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ৪৬৯১)

এই উপহার ও সৌন্দর্য পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে খেয়ালখুশিমতো বড় করলে হবে না। তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। কারণ সন্তান শুধু উপহার নয়, একইসঙ্গে আল্লাহর আমানতও। পরকালে আল্লাহ তাআলা মা-বাবাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। (সুরা আনফাল: ২৮)

ইমাম ইবনে জারির তাবারি (রহ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন, 'হে মুমিনগণ! জেনে রেখো, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় করো এবং দীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য করো।' (তাফসিরে তাবারি: ১১/১২৬)

সন্তান কে শুধু খাইয়ে দাইয়ে বড় করলেই হবে না সন্তানকে পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ার করতে হবে।বিচার দিনে আমাদের বিপথগামী সন্তানদের জন্য জবাবদিহি

করতে হবে আমাদেরকেই।কঠিন শাস্তি পেতে হবে আমাদের কেও।তাই ছোট থেকেই সন্তানদের মধ্যে ঈমানের বিকাশ থাকা জরুরী। সন্তানই আপনার জাহান্নামি কিংবা জান্নাতি হওয়ার কারণ হতে পারে।

ইমাম ইবনে জারির তাবারি (রহ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন, 'হে মুমিনগণ! জেনে রেখো, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় করো এবং দীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য করো।'

(তাফসিরে তাবারি: ১১/১২৬)

রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...। (বুখারি: ৬৬৫৩; সুনানে আবু দাউদ: ২৯২৮)

আরেক হাদিসের ঘোষণা- আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্থদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহিহ বুখারি: ৭১৫০)

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি মা-বাবার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকিদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মা-বাবার কর্তব্য।

কারণ মা-বাবাই সন্তানকে সুপথে অথবা বিপথে পরিচালিত করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর (সুস্থ প্রকৃতি, সুবোধ ও সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা

তাকে ইহুদি, অগ্নিপূজক ও খ্রিস্টানে পরিণত করে।' (মেশকাত: ৯০; বুখারি: ১৩৫৮; মুসলিম: ২৬৫৮)

তাই বাবা মা হিসেবে আল্লাহর দেওয়া আমানত রক্ষার্থে সন্তানদের মধ্যে ইসলামে জীবন ব্যবস্থা গড়ে দিতে হবে।

https://dhakamail.com/religion/47535

৩.পিতা মাতার কাছে সন্তানের কিছু হক পাওনা

বাবা-মা হওয়া যেমন অনেক আনন্দের বিষয় তবে তার পাশাপাশি সন্তানের প্রতি আমাদের কিছু হক রয়েছে আর এই হকগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

সেগুলো হলো—

★একত্ববাদের বাণী শোনানো: সন্তান জন্মের পর প্রথম সুন্নত কাজ হলো ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া।

এর ফলে সন্তানের কানে সর্বপ্রথম একত্ববাদের বাণী পৌঁছে।আবু রাফে (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখেছি, ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাঁর কানে নামাজের আজানের মতো আজান দিয়েছেন (তিরমিজি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩)

★অর্থবহ নাম রাখা: মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে নামের মাধ্যমে। দুনিয়ার এ নামেই পরকালে তাকে ডাকা হবে। । ফলে মা-বাবার কর্তব্য হলো তার সন্তানের একটি অর্থবহ ইসলামিক নাম রাখা। মহানবী (সা.) অর্থবহ নয় এমন অনেক নাম পরিবর্তন করেছেন। যেমন—আব্দুল ওজ্জা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন আবদুল্লাহ, আসিয়া নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জামিলা। বুররা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জয়নব।

★আকিকা করা: শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা সুন্নত। মহানবী (সা.) বলেন, প্রতিটি শিশু তার আকিকার সঙ্গে বন্ধক থাকে। সুতরাং তার জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করবে, মাথার চুল মুণ্ডন করবে ও নাম রাখবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ছেলের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকিকা করবে।

★খতনা করানো: মা-বাবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হক হলো পুত্রসন্তানের খতনার ব্যবস্থা করা। এটি সুন্নতে ইবরাহিমি।

★যথাযথ প্রতিপালন: সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো মা-বাবার কর্তব্য।

★দ্বীনি শিক্ষা দান: মা-বাবার প্রধান দায়িত্ব হলো স্বীয় সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দান করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৪)

★শিষ্টাচার শিক্ষা দান: সন্তানকে নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া মা-বাবার প্রধান দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, বাবা স্বীয় সন্তানকে শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। ' (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩)।বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাতা-পিতাকেই।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার প্রকৃত উম্মত নয়।' (তিরমিজি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২৩

★ইবাদতে অভ্যস্ত করা: মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-

তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। পর্দা ও দৃষ্টি হেফাজত সম্পর্কে অবহিত করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয় তখন নামাজ পড়ার তাগিদ দাও এবং যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো। আর তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

★সন্তানের জন্য দোয়া: সন্তানকে আদব-কায়দা ও সুশিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে হবে। অনুরূপ সন্তান লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। জাকারিয়া (আ.) এভাবে দোয়া করেছেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান করুন, অবশ্যই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮)

★বিয়ের ব্যবস্থা করা: সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব। নয়তো সন্তানেরা বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

★কোরআন শিক্ষাদান :সন্তানদেরকে সহি ভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখানো আবশ্যক।

(https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/07/05/930983)

৪.ইসলামে আলোকে সন্তান লালন পালনে মা-বাবার কিছু করণীয়

মা বাবা হওয়ার পরেই কিন্তু দায়িত্ব শেষ নয় বরং দায়িত্ব শুরু।আর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব।তাদের হক নষ্ট হলে এর জবাব দিতে হবে।

সন্তান লালন পালনে মা-বাবার যা করণীয় রয়েছে :

৪.১. শিশুদের প্রতি কোমল হওয়া :শিশুদের সাথে কখনো উচ্চস্বরে কথা কিংবা রাগারাগি করা যাবে না। সকল বাচ্চার বুঝ ক্ষমতা কিংবা শাসন নেওয়ার ক্ষমতা এক থাকে না। সন্তানদের সাথে সর্বদা কোমল ভাষায়, সুন্দর করে, উত্তম আচরণে কথা বলতে হবে।

৪.২.রাগের সময় প্রহার না করা : বাচ্চা জেদ কিংবা রাগারাগি করলে তাকে ধমক দেওয়া কিংবা প্রহার না করে ফিসফিস করে কথা বলা নয়তো মন ডাইভার্ট করার চেষ্টা করা। প্রহার করলে বাচ্চা বরং আরো জেদী এবং একগুয়ে হয়ে যায়। আর অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করা জায়েজ নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে, কিয়ামতের দিন তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।' (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১৮৬)

৪.৩.শিশুদের ভিজ্যুয়ালইশেন: কথায় আছে শিশুরা কানে শুনেনা চোখে শুনে। শিশুদলর সামনে কোন অনৈতিক কাজ,অনর্থক মোবাইল টিপা, বঝগড়াঝাটি করা, মারামারি করা অর্থাৎ খারাপ কোন কাজ করা যাবে না। কারণ শিশুরা যা দেখে তাই শিখে। তাই বাবা-মায়ের উচিত শিশুদের সামনে বেশি বেশি বই পড়া , কুরআন তিলাওয়াত এবং দ্বীনি বিষয়ক কাজ করা।

৪.৪.শিশুকে অহেতুক বিষয় না শেখানো :ছোটকাল থেকে শিশুকে ধর্মীয় বিষয়াদী এই শেখানো জরুরী । ছোট থেকে বাচ্চাকে মক্তবে পাঠানো, সহি ভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া, পরকাল ও আখেরাতে জীবন সম্পর্কে জানানো, শিরক, কুফরি, আকিদা, তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে জানানো আমি অবশ্যই জরুরী। একজন প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই এসব সম্পর্কে জানবে। বর্তমানে দেখা যায় বাবা মায়েরা সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অনেক উদাসীন। তারা বাচ্চাদেরকে নাচ গানসহ নানা অপসংস্কৃতি নাজায়েজ কাজ শিখিয়ে থাকে যার কারণে বাবা মারাই উল্টো গুনাহের ভাগীদার হয়। তাই চোখ কান খোলা রেখে সন্তানদের অত্যাবশ্যকিও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

৪.৫.ছোট থেকেই ত্রুটি সংশোধন করা: সন্তানের মধ্যে ভালো মন্দ উভয়ই অভ্যাস ই থাকতে পারে তবে থাকে ছোট থেকেই ভালো কাজের ব্যাপারে উৎসাহ এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করতে হবে। সুন্দর করে বুঝিয়ে সংশোধন করে দিতে হবে। একবার বলায় সংশোধন না হলে বারবার বলতে হবে সবর নিয়ে। চেষ্টা করতে হবে সন্তানপর সামনে উক্ত ভুল যেন নিজেদের তরফ থেকে না হয়।

৪.৬. মা হবেন আসল দায়িত্ববান:

সন্তানের সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠনে মায়ের বিকল্প নেই।যথাযথভাবে সন্তান পালনের মাধ্যমে মা অবশ্যই বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। এসব কাজে মা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, পুরো সময়ই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়।আর একজন সন্তান সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় তার মায়ের সাথে এবং মায়ের উষ্ণতার ছোঁয়ায় সে সন্তান একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

যখন বাচ্চার মুখে বলে ফোটে তখন থেকেই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমরা যা চাই বা যা চাইবো সবকিছু আল্লাহর কাছে সে সব বিষয় বুঝিয়ে দিতে হবে।সন্তানের হাত দিয়ে দান-সদকা করাতে হবে। এতে করে বড়ো হয়ে ওর

দান সদকার প্রতি অভ্যাস তৈরি হবে। ছোট আওয়াজে কথা বলা শেখাতে হবে। নিজেদের বিছানা ও পোষাকপরিচ্ছদ তাদের নিজেদেরকে দিয়েই পরিষ্কার ও গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।নারী হিসেবে একজন মা যখন পর্দা করবে তখন আস্তে আস্তে ছোট্ট শিশু ও বুঝতে শিখবে।

একজন মায়ের উচিত ছোট থেকেই সন্তানকে নামাজ রোজা ও জিকিরের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। মাঝেমধ্যে সন্তানকে নবী রাসুলদের গল্প বলে শোনানো।অবশ্যই শিশুদের সাথে ম একজন মায়ের কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করা উচিত এতে মা এবং সন্তানের মাঝে বন্ধন আর দৃঢ় হয়।

৪.৭. পিতা মাতার কাজের বা আমলের প্রভাব সন্তানের উপর পরে:

আমাদের সন্তানেরা আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার পথ পরিক্রমায় তাদের ব্যক্তিত্বের পুরোটাই তাদের মা-বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আদলে গড়ে ওঠে। আমাদের সচেতন বা অসচেতনভাবে করা বিভিন্ন আচার-আচরণ অবচেতন মনেই তাদের শিশুমনে গভীর ছাপ ফেলে। বাচ্চাদের আমরা যেভাবে মানুষ করতে চাই, যেভাবে দেখতে চাই, আমরা নিজেরা কি তেমন?

আমাদের যেসব আচরণ ওরা অনুকরণ করছে, সেগুলোই কি তাদের মাঝে দেখতে চাই? এ প্রশ্নগুলো আমাদের গতানুগতিক প্যারেন্টিংয়ের কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখাবে।

একটি মুসলিম শিশু অবশ্যই আর ১০টা শিশুর মতো বেড়ে উঠবে না। তাকে মানুষ করতে পিতা-মাতাকে অনেক বেশি কৌশলী, সচেতন ও ধৈর্যশীল হতে হবে। ভালো ও মন্দের সূক্ষ্ম ফারাক খুব স্পষ্টভাবে তাদের বোঝাতে হবে মা-বাবার নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কারণ মুসলিম মা-বাবার জন্য সন্তান আল্লাহর নিয়ামত ও আমানত। এ আমানতের সঠিক পরিচর্যার জন্য পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদিসে বলা হয়েছে :

‘প্রত্যেকে তোমরা অভিভাবক যে যার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। একজন শাসক অভিভাবক। একজন পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক। একজন স্ত্রী অভিভাবক স্বামীর ঘর-সংসার আর সন্তানের ব্যাপারে দায়বদ্ধ সে।’ -বুখারি : ২৫৫৪, মুসলিম : ১৮২৯ ()

পিতা-মাতা একে অপরের সাথে সম্মানজনক, ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে, একে অপরকে সমীহ করে, একে অপরের যত নেয় ও নম্রতা দেখায়, তাহলে এ গুণগুলো সন্তানের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। তেমনিভাবে সন্তানের সামনে মা-বাবার নিজেদের মধ্যকার বিরোধ শিশুদের মানসিকতার চরম বিপর্যয় ঘটায়।পিতা ও মাতার কথা ও কাজে মিল থাকা খুব জরুরি। ভালো মন্দ সব কাজের প্রভাব শিশুর ব্যক্তি জীবনে প্রকাশ পায়। তাই আমাদের কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়তে হবে।

৪.৮.গর্ভবতী মায়ের কাজে প্রভাব গর্ভ জনিত সন্তানের উপর পড়ে:

গর্ভাবস্থায় গুনাহমুক্ত থাকা উচিত প্রত্যেক মায়ের। কারণ গর্ভবতী নারীর চালচলন, চিন্তা, বিশ্বাস, গতিবিধি ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর। এ সময় গর্ভবতী মা যদি নির্লজ্জ ও বেহায়াভাবে চলাফেরা করে, অশ্লীল কাজকর্ম করে বেড়ায়, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর অনুরূপ প্রভাবই পড়তে পারে। আর মা যদি এ অবস্থায় সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে, নেক-আমল করে, তাহলে তার সন্তানও নেককার হয়। তা ছাড়া অনাগত সন্তানটি নেককার হবে, নাকি বদকার হবে, তা গর্ভাবস্থায় নির্ধারণ করা হয়।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভের জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত

হয়েছে। হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞেস করেন, পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা? রিজিক ও বয়স কত? আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেওয়া হয়। (বুখারি, হাদিস : ৩১৮)

[https://www.kalerkantho.com/online/muslim-world/2022/10/02/1189310]

৪.৯.কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা :শিশুরা কান্না করবে, হাসবে এটাই তো। তবে শিশুদের কান্না থামানোর জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না। এতে শিশুরা মিথ্যা আশ্রয় নেওয়া শিখে কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যকে খুশি করার মনোভাব শিখে। এটা মারাত্মক খারাপ কাজ।

৪.১০.শিশুর মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা :ভালো কাজ আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিশুর মনে গেথে দিতে হবে।পাশাপাশি আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহকে ভালবাসা ব্যাপারটি তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ তাআলা ভালো কাজ করলে খুশি হন এবং খারাপ কাজ করলে রাগান্বিত হন, কাউকে কষ্ট না দিলে খারাপ কাজ না করলে আল্লাহ তা'আলা অনেক বেশি গিফট দেয় এসব বলে বাচ্চাকে মনে সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে তুলতে হবে এবং পাশাপাশি গুনাহ করলে আল্লাহ তায়ালা রেগে যান বলে ভয় গড়ে তুলে দিতে হবে।

৪.১১.শিশু কে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা: প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই আকিদা, শিরক,কুফর,তাওহীদ,রিসালাত, সালাতের গুরুত্ব, সহীহভাবে কোরআন তিলাওয়াত, জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।পরকালের জন্য শিশুদেরকে ছোট থেকেই প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

৪.১২.শিশুকে মা বাবার যথেষ্ট সময় দেওয়া :বর্তমানে অনেক চাকরিজীবী বাবা মাকে দেখা যায় শিশুদেরকে যথেষ্ট সময় দেন না। ওদেরকে ডে কেয়ারে কিংবা কাছে খাদিমার কাছে রেখে যান। যার ফলে তারা সঠিক তরবিয়তে বড় হন না তাদের যার ফলে আচার-আচরণ, আখলাক এবং শিক্ষায় যথেষ্ট নেগেটিভ প্রভাব পড়ে। মা-বাবাকে কাছে না পাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় ফলে মা বাবা এবং সন্তান তাদের সম্পর্ক সহজতর হয় না বরং জটিল আকার ধারণ করে । এর ফলে সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, মায়া মহব্বত এবং ভালোবাসা কমতে থাকে। তাই প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানের হক পরিপূর্ণ আদায় করা। সন্তানের কথা শোনা এবং তাকে বুঝা সেই সাথে থাকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। এই সন্তানই হতে পারে আমাদের নাজাতের উসিলা ।

৪.১৩.শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো :শিশুদের মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো উচিত। পরিবারের সবার সাথে ভালো আচরণ করা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, নিজের কাজে নিজে করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গুছিয়ে রাখা, ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেওয়া, বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশিত করব। বই পড়া, গাছ লাগানো, অবসর সময়ে খেলাধুলা বাচ্চার মানসিক বিকাশকে সুগঠিত করবে।

৪.১৪.বালেগ খাওয়ার আগেই সন্তানকে হাতে কাজ শিখানো : বালেগ হওয়ার আগেই সন্তানকে হাতের কাজ শিখালে সন্তান আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। মেয়ে সন্তান হলে তাকে রান্নাবান্না, ঘর গোছানো ও পরিপাটি রাখা, সেলাই, ক্রাফটিং, ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদি তার ব্যক্তি আরও আকর্ষণীয়, আত্মনির্ভরশীল ও গুণবতী করে তুলবে।

ছেলে সন্তান হলে তাকে তাকে তার বাবার সাথে বাজারে পাঠানো, ঘরের ছোটখাটো কাজে সাহায্য করার অভ্যাস,নিজের জামা কাপড় নিজে ধোয়া, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা ও গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। এছাড়াও ছেলে সন্তানদের এ্যাবাকাস,ইসলামিক ইতিহাস, সীরাহ এসব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

৫.ডিভাইস থেকে দূরে রাখা

ছোট্ট সোনামণি খেতে চাইছে না, জেদ করছে, বায়না করছে! এসব সমস্যা থেকে পরিত্রান পেতে আমরা চটজলদি মুশকিল আসান পেতে বাচ্চার হাতে মোবাইল দিয়ে দেই। অথচ বাচ্চার জন্য এটা স্লো পয়জনিং। বর্তমানে বাচ্চার বাবা মায়েরাও মোবাইলের দাস হয়ে রয়েছে। আমাদের হাতে মোবাইল দেখতে দেখতে বাচ্চারাও মোবাইলের প্রতি প্রচুর পরিমাণ আসক্ত হয়ে গিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ছোটবেলা থেকেই সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দিলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

★রেডিয়েশন: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে রেডিয়েশনের প্রভাব সরাসরি শিশুর দেহের উপর গিয়ে পড়ে। এতে তাদের নার্ভাস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্থ্ হতে পারে। এমনকী ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়। যা বিপদজনক।এমন কি চোখের জ্যোতিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

★পড়াশোনার ক্ষতি :আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী না বললেই চলে। ফেসবুকিং, ইউটিউব, গেমসে প্রচুর পরিমাণ সময় নষ্ট করে যার ফলে জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না এবং পড়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। পড়তে বসলে তার বাচ্চাদের মন পড়ে থাকে কখন সেই মোবাইল টিপবে। যার ফলে রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে দিন দিন এবং মানসিকভাবে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

★একাকী হয়ে যাওয়া:মোবাইল আসক্তি বাচ্চাদেরকে সোশ্যালাইজ থেকে দূরে রাখে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে তাদের বন্ধন দৃঢ় থাকেনা।মোবাইল আসক্তি কারনে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মনোভাব থাকে না। এর থেকে বরং বাচ্চাকে একটা ফুটবল কিনে দিলে সে ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়াবে এবং বন্ধুদের সাথে খেলবে। যা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো রাখবে।

★ সালাত আদায় ও কোরআন তিলাওয়াতে অনীহা: মোবাইল আসক্তির কারণে বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় মানুষেরেও সালাত গুরুত্ব সহকারে আদায় করে না। এমনকি অনেকেই ঠিকমত সালাত আদায় করেনা এবং কোরআন তিলাওয়াত করেনা। যা তার পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

★ডিপ্রেশনে পরা: মোবাইল আসক্তির কারণে সন্তানেরা সহজেই ডিপ্রেশনে পড়তে পারে। এই আসক্তির কারণে সন্তামদের মাঝে একগুয়েমি, জেদী, বিগড়ানো স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।অনেক সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত করে।

★ আদবের বিসর্জন: বর্তমান ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদবের অনেক অভাব দেখা যায়। বাসায় মেহমান কিংবা ছোট বড় যে আসুক না কেন বাচ্চারা মোবাইল গুজে পড়ে থাকে। সালাম প্রদান, কুশল বিনিময় কিংবা অতিথি আপ্যায়নে তাদের খুব একটা দেখা যায় না। একই সাথে তারা বাবা মায়ের সাথে চরম বেয়াদবি আচরণ করে এবং শাসন মানে না। অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে যেকোনো ডিভাইস সন্তানদের জন্য কতটুকু ক্ষতিক। তাই কৈশোর কাল পার হওয়া না পর্যন্ত (অন্তত ১৬ বছর) বাচ্চাদের হাতে কোন ধরনের ডিভাইস দেওয়া উচিত না। সকল প্রকার ইন্টারনেট সংযোগ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

৬.সর্ববিষয়ে ইসলাম শিক্ষা বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়া

ইসলাম একমাত্র ও সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। একজন মুসলমান ঘুম থেকে উঠা নিয়ে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক—সব কিছুর ওপর ইসলামের বিধান আরোপিত। ইসলামের আংশিক ধারণ করে, বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলাম বর্জন করার সুযোগ ইসলামে নেই। ইরশাদ হয়েছে,

হে ঈমানদাররা! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ' (সুরা: বাকারা, আয়াত: ২০৮)

কোনো মুসলমানের জন্য ইসলামকে কাটছাঁট করা কিংবা সহজায়ন করা সম্ভব নয়। কোরআন বলছে, '...তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিফল হতে পারে? আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন। ' (সুরা: বাকারা, আয়াত: ৮৫)

(https://banglanews24.com/index.php/islam/news/bd/798565.details)

অতএব উপলব্ধ হচ্ছে যে, একজন মুসলিম সন্তানের জন্য ইসলামি শিক্ষা ও বিশ্বাস কতটুকু জরুরী। বাবা মা হিসেবে অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটেসিং মুসলিম হতে হবে, নিজেদের দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে হবে এবং সেই সাথে সন্তানদের প্রত্যেকটি কাজ শরীয়াহ মোতাবেক করতে হবে। ছোট্ট সন্তানকে হালাল হারাম, জায়েজ নাজায়েজ, পাপ পূন্য সম্পর্কে জানার জন্য সহায়তা করতে

হবে। সর্বক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। তবেই সেই সন্তান হতে পারে আপনার জন্য উত্তম উপহার।

৭.সন্তান যখন আখেরাতে পুঁজি

সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা মা-বাবার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম হয়। যাতে সন্তানের কারণে মা-বাবা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হয়। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পরও নেক সন্তানের দোয়া মা-বাবার উপকারে আসে। কিয়ামতের দিন নেক সন্তানের মা-বাবাদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে।

ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো লোক মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমল (জারি থাকে)। (প্রথম) সদকায়ে জারিয়া (চলমান সদকা);

দ্বিতীয়) ওই ইলম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; (তৃতীয়) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (নাসায়ি, হাদিস : ৩৬৫১)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সাহাল ইবনে মুআজ আল-জুহানি (রহ.) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে এমন মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হবে। ধরে নাও, যদি সূর্য তোমাদের ঘরে বিদ্যমান থাকে (তাহলে তার আলো কিরূপ হবে?)। তাহলে যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী আমল করে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা ধারণা করো তো

! (আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৫৩)

সন্তান যাতে বিপথগামী না হয়ে যায়, আল্লাহ ও মা-বাবার অনুগত থাকে, তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা। সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ দোয়া মহান আল্লাহ নিজেই শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।’ (সুরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)

তাই সন্তানকে দ্বীনি বিষয়ে সতর্ক করার পাশাপাশি গুনাহ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এমন কাজে সহযোগিতা করা যাবে না, যা তার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দেবে। তাকে আল্লাহবিমুখ করবে। বরং তাকে ছোট থেকেই আস্তে আস্তে ইবাদতের শিক্ষা দিতে হবে। ইবাদতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ‘তোমরা সন্তানদের নামাজে যত্নবান হও এবং তাদের ভালো কাজে অভ্যস্ত করো। কেননা কল্যাণ লাভ করা অভ্যাসের ব্যাপার।’

(সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ৫০৯৪)

(https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/09/20/1319763)

সন্তান যাতে বিপথগামী না হয় তাই বাবা মায়ের উচিত বেশি বেশি করে দোয়া করা।

৮. পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসিহত

ঈমানের খুটিগুলো বাচ্চার মধ্যে গেরে দেওয়ার দায়িত্ব হল তার বাবা-মায়ের।আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলকে যেন সন্তানেরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে পথ বাবা মায়েদের উচিত তৈরি করে দেওয়া।যেদিন দেখবেন ইসলামের মশাল বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আপনার ছেলে মেয়েরা, ঐদিন দুনিয়াবী অর্জনের চেয়ে এ অর্জনের সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন ইনশাল্লাহ।সেই সাথে পরকালে অপেক্ষা করছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া উত্তম প্রতিদান - সুবহানাল্লাহ।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111246440/